ইউনিট ৫

# নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা

## ভূমিকা

আমরা চতুর্থ ইউনিটে দেখেছি শিক্ষার্থীর অগ্রগতি লিখিতভাবে মূল্যায়নের জন্য রচনামূলক অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়। এই ইউনিটে আমরা আর এক ধরনের অভীক্ষা সম্বন্ধে কিছু ধারণা লাভ করব এরপর হাতে কলমে অভীক্ষা পদ প্রস্তুত করব, এই দ্বিতীয় প্রকারের অভীক্ষাকে বলা হয় নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা।

এই ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আমরা নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রকারভেদ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করব তা হচ্ছে–

- বহু নির্বাচনী
- শূন্যস্থান পূরণ
- মিলকরণ


**পাঠ - ১ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা : সংজ্ঞা, ধারণা ও শ্রেণীবিভাগ**
**পাঠ - ২ বহু নির্বাচনী প্রশ্ন : পরিসর ও সীমাবদ্ধতা**
**পাঠ - ৩ বহু নির্বাচনী প্রশ্ন : উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন**
**পাঠ - ৪ শূন্যস্থানপূরণ ও মিলকরণ জাতীয় প্রশ্ন প্রণয়ন**

## পাঠ ১ *নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা : সংজ্ঞা, ধারণা ও শ্রেণীবিভাগ*

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ♦ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- ♦ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার শ্রেণীবিভাগ চিহ্নিত করতে পারবেন এবং
- ♦ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

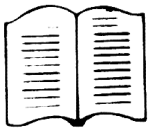

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের আচরণিক অগ্রগতি মূল্যায়ন করা একাধারে গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত জটিল কাজ। শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থী প্রথমবারের মত বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করে, অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করে নানাবিধ সমস্যার সমাধান করে এবং একাধিক বার প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান দীর্ঘস্থায়ী করে।

সুতরাং, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিশু শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে হলে

- মৌখিক, লিখিত এবং হাতে-কলমে কাজ বা ব্যবহারিক কাজ সংক্রান্ত অভীক্ষার কথা ভাবতে হবে শিক্ষককে।

লিখিত অভীক্ষা দুই ধরনের হয় –

- রচনামূলক (সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তৃত) এবং
- নৈর্ব্যক্তিক।

উভয় ধরনের প্রশ্নমালার কাঠিন্যমান শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক পরিপক্কতা, শিক্ষাস্তর ইত্যাদির উপর নির্ভর করবে। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থী প্রাথমিক ভাষা জ্ঞান, দৈনন্দিন জীবনভিত্তিক গাণিতিক জ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান ইত্যাদি অর্জন করার কাজে নিযুক্ত হয়। সুতরাং, প্রাথমিক পর্যায়ে যে ধরনের রচনামূলক বা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হবে তার চেয়ে মাধ্যমিক স্তরের প্রশ্নপত্র অনেক ভিন্ন প্রকৃতির হবে।

আমরা দেখেছি, প্রাথমিক স্তরের রচনামূলক অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শব্দের গঠন, বানান, শব্দ প্রয়োগের নৈপূণ্য লক্ষ করতে হয়।

এই পাঠের শুরুতেই আসুন, প্রথমেই আমরা জেনে নেই নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা কাকে বলে। রচনামূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রে একই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন পরীক্ষার্থী বিভিন্নভাবে তৈরি করতে পারে এবং বিভিন্ন পরীক্ষকও বিভিন্ন খাতায় ভিন্ন আঙ্গিকে নম্বর দিতে পারেন। এমনকি দেখা গেছে, একই পরীক্ষক একই উত্তরপত্রে কিছু দিনের ব্যবাধানে ভিন্ন নম্বর দেন। অর্থাৎ রচনামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন অনেক সময় ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, মেজাজ-মর্জির উপর নির্ভর করে।

রচনামূলক প্রশ্নের এই সমস্ত অসুবিধা দূর করতে হলে অভীক্ষা গ্রহণ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিকে নৈর্ব্যক্তিক করতে হবে। এর জন্য এমনভাবে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হবে যেন বিভিন্ন পরীক্ষার্থী বিভিন্নভাবে উত্তর দিতে না পারে এবং বিভিন্ন পরীক্ষকের দেওয়া নম্বরে তারতম্য না হয়। এভাবে ব্যক্তি নির্ভরতা দূর করে যে প্রকারের অভীক্ষা পাওয়া যায় তাকেই নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বলা হয়।

রচনামূলক প্রশ্নকে যদি আমরা ব্যক্তি সাপক্ষে প্রশ্ন বলি তা হলে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

আমরা জেনেছি রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর নানারূপ হতে পারে এবং মূল্যায়নকারী অনেকক্ষেত্রে একইমানের উত্তরের ভিন্ন নম্বর দিয়ে মূল্যায়ন করেন।

অন্যদিকে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত ও শুদ্ধ উত্তর হয় এবং নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্য আসার প্রশ্নও থাকে না। মূল্যায়ন কাজও অতি অল্প সময়ে শেষ করা সম্ভব হয়।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে আমরা এমন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন তৈরি করব যেন তার উত্তরে শিক্ষার্থীদের সঠিক বাক্য, শব্দ বা শুধুমাত্র টিক চিহ্ন দিতে হয়।

এবার আসুন, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মৌলিক ধরণগুলো দেখে নেই। মৌলিকতা বিচার করলে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন দুই প্রকারের হয় – মনে করা এবং সনাক্ত বা চিহ্নিত করা।

**প্রধানত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন দুই প্রকারের – মনে করা এবং চিহ্নিত করা।**

আপনি নিশ্চয় অনুমান করে বলতে পারবেন যে মনে করা জাতীয় প্রশ্ন দুই রকমে করা যায়

- সরাসরি প্রশ্ন করে অথবা শিক্ষার্থীকে শূন্যস্থান পূরণ করতে বলে

চিহ্নিত করা বা সনাক্ত করা প্রশ্নের প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে

- সত্য-মিথ্যা বা হ্যাঁ-না
- বহু নির্বাচনী
- জোড় মিলানো

আপনি নিশ্চয় জানেন আমাদের দেশে নৈর্ব্যক্তিক ধরনের প্রশ্নের মধ্যে

- প্রাথমিক পর্যায়ে সত্য-মিথ্যা, জোড় মিলানো এবং শূন্যস্থান পূরণমূলক প্রশ্ন করা হয়।
- মাধ্যমিক পর্যায়ে এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র বহুনির্বাচনী প্রকৃতির প্রশ্ন প্রয়োগ করা হয়।
- উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শুধুমাত্র রচনামূলক এবং সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন করা হয়।

আসুন, এই ইউনিটের প্রথম পাঠের শেষে আমরা সারাংশ তৈরি করি

- যে ধরনের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত প্রভাবের সম্ভাবনা থাকেনা এবং মূল্যায়ন কাজে কম সময় ব্যয় হয় তাকে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বলে।
- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা প্রয়োগে অনেকগুলো সুবিধা পাওয়া যায়।
- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার বেশ কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ রয়েছে, যেমন- শূন্যস্থানপূরণ, জোড়মিলানো, সত্য-মিথ্যা এবং বহু নির্বাচনী।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

*অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন*

১. রচনামূলক অভীক্ষার সাথে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার মূল পার্থক্যসমূহ কি?

২. আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের কোন স্তর পর্যবেক্ষণ করা হয়?

৩. নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা মূলত কয় প্রকারের?

৪. স্থান জাতীয় প্রশ্নকে কেন মনে করা দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়?

## পাঠ ২ *বহু নির্বাচনী প্রশ্ন : পরিসর ও সীমাবদ্ধতা*

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি —

- বহু নির্বাচনী প্রশ্নের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বহু নির্বাচনী প্রশ্ন প্রয়োগের পরিসর বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বহু নির্বাচনী প্রশ্নের সীমাবদ্ধতা সনাক্ত করতে পারবেন

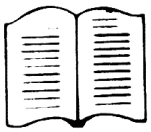

পাঠের শুরুতেই আসুন আমরা জেনে নেই বহু নির্বাচনী অভীক্ষা কাকে বলে।

বহু নির্বাচনী প্রশ্নে একটি সমস্যা তুলে ধরা হয় এবং তার সম্ভাব্য সমাধানের একটি তালিকা সরবরাহ করা হয়। এই ধরনের প্রশ্নে দুইটি মূল অংশ থাকে; প্রথম অংশে একটি প্রশ্ন বা অসম্পূর্ণ বাক্য থাকে এবং পরবর্তী অংশে এর সম্ভাব্য তিন বা চারটি উত্তর থাকে। পরীক্ষার্থী প্রশ্নটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে এবং তারপর তিন বা চারটি উত্তর থেকে সঠিক বা সর্বোত্তম উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দেয় বা উত্তর প্রদানের খাতায় ঐ প্রশ্নের নম্বরের পাশের ⓚ, ⓚ, ⓖ, ⓖ ঘরের সঠিক ঘরটি পেন্সিল দিয়ে ভরে দেয় [যেমন ⓖ সঠিক উত্তর হলে এই ● ঘরটি ভরে দেয়]। আমরা যদি এবার বহু নির্বাচনী অভীক্ষার প্রকৃতি সনাক্ত করতে যাই তবে বলব –

বহু নির্বাচনী প্রশ্নে মোট দুইটি অংশ থাকে। প্রথমটিকে বলা হয় মূল অংশ এবং দ্বিতীয় অংশে যা থাকে তাদের বলা হয় সম্ভাব্য উত্তরসমূহ এর মধ্যে সঠিক উত্তরটি হল key, বাকিগুলো হল distractor।

**সঠিক উত্তরের সাথে অন্যান্য যে সম্ভাব্য উত্তরগুলো সরবরাহ করা হয় সেগুলোর কাজ হচ্ছে সঠিক উত্তর সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা না থাকলে শিক্ষার্থীকে দ্বিধাগ্রস্থ করে তোলা।**

আসুন, এবার একটি উদাহরণ দেখি –

খাদ্যের কোন উপাদানটি মাছে সর্বাধিক পরিমাণে রয়েছে?

(ক) আমিষ

(খ) শ্বেতসার

(গ) স্নেহ

(ঘ) খনিজ

এখানে সঠিক উত্তর হল ⓚ

সুতরাং যে শিক্ষার্থীর সঠিক উত্তর জানা থাকবে না তাকে ⓚ, ⓖ ও ⓖ বিভ্রান্ত করবে।

**ব্যাখ্যা**

উপরের প্রশ্নে খাদ্যের কোন উপাদানটি মাছে সর্বাধিক রয়েছে?

এইটি হল প্রশ্ন বা stem

(ক) আমিষ এই উত্তরটি সঠিক বলে একে বলা হয় key

(খ), (গ) ও (ঘ) এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে দ্বিধাগ্রস্থ করে তোলা; সুতরাং এদের বলা হয় distractor

এবার চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজি ব্যাকরণ বই থেকে একটি প্রশ্ন তুলে ধরা হল

কোনটি comparative degree?
(a) good
(b) worse
(c) most
(d) high

এই প্রশ্নটি থেকে আপনারা নিশ্চয় প্রশ্ন (stem), সঠিক উত্তর (key), বিকল্প উত্তর গুচ্ছ (distractor) সব সনাক্ত করতে পারবেন।

আপনাকে এ ধরনের প্রশ্ন করতে হলে আরো একটি কাজ করতে হবে। তাহল সঠিক নির্দেশনা দিতে হবে। যেমন –

সঠিক উত্তরটি সনাক্ত করে উত্তর মালার যথাযথ স্থানে ক্রস (×) বা টিক (✓) দাও

বা

উত্তরমালার যথাযথ নম্বরের সাথে (ক), (খ), (গ) (ঘ) ঘর চারটির মধ্যে উপযুক্তটি নরম পেন্সিল দিয়ে ভরাট করে দাও।

আসুন, বহু নির্বাচনী প্রশ্ন তৈরি করার নিয়মগুলো লিখে নেই –

**নিয়মাবলী**

- অসম্পূর্ণ বাক্য অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রশ্ন ভাল
- একটি মাত্র শুদ্ধ উত্তর থাকবে
- প্রশ্নে যেন ব্যাকরণগত ভুল না থাকে
- বিকল্প উত্তরগুলো সঠিক উত্তরের কাছাকাছি হবে
- প্রতিটি উত্তরের দৈর্ঘ্য যেন মোটামুটি সমান হয়
- সকল প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর যেন একই নির্দিষ্ট অবস্থানে না থাকে। যেমন, দশটি প্রশ্নের মধ্যে সবগুলোর সঠিক উত্তর যেন ক বা খ বা গ বা ঘ না হয়।

এবার আমরা বহু নির্বাচনী অভীক্ষার সুবিধাগুলো জেনে নেই –

**সুবিধা**

- সকল প্রকার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মধ্যে বহু নির্বাচনী প্রশ্নের নির্ভরযোগ্যতা অনেক বেশি।
- পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের গভীরতা যাচাই-এর জন্য এ ধরনের প্রশ্ন অধিক উপযোগী।
- বিকল্প উত্তরের সংখ্যা বেশি থাকলে অনুমানে সঠিক উত্তর দিয়ে নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

বহু নির্বাচনী প্রশ্নের কিছু অসুবিধাও রয়েছে –

**অসুবিধা**

- সমধর্মী বিকল্প উত্তর সংগ্রহ করা অনেক ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্যও সময়সাপেক্ষ।
- প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ না থাকলে উন্নতমানের বহুনির্বাচনী প্রশ্ন তৈরি করা সম্ভব নয়।
- নিয়ম মেনে মূল প্রশ্ন এবং বিকল্প উত্তরের গুচ্ছ তৈরি সময়সাধ্য ব্যাপার।
- পরীক্ষার্থী কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে না পারলেও অনেক সময় আন্দাজের উপর নির্ভর করে সঠিক উত্তর দিয়ে দেয়।
- শিক্ষার্থীর লেখার দক্ষতা, সুন্দর হাতের লেখার অভ্যাস করা, শুদ্ধ বাক্য তৈরি করা, নিজস্ব চিন্তাধারার প্রকাশ করার সুযোগ থাকেনা।

এই পাঠে আমরা শিখলাম বহুনির্বাচনী প্রশ্ন কাকে বলে, সাথে সাথে জানলাম বহুনির্বাচনী প্রশ্ন তৈরি করার নিয়মাবলী। আরো জানলাম বহুনির্বাচনী প্রশ্নের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা কি কি।

এরপর নিশ্চয় আপনারা ধীরে ধীরে অনুশীলনীর মাধ্যমে উন্নতমানের বহুনির্বাচনী প্রশ্ন তৈরি করতে পারবেন।

এবার আমরা আরো দুই একটি বহু নির্বাচনী প্রশ্ন থেকে ত্রুটি বের করব

নমুনা –

প্রশ্নঃ অর্থ অনুসারে শব্দকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. দুই ভাগে
খ. তিন ভাগে
গ. পাঁচ ভাগে
ঘ. দশ ভাগে

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি key এবং distractorগুলোর মধ্যে, ভাগে শব্দটি বার বার আসছে এবং এটি প্রশ্নেই রয়ে গেছে। শুধু সম্ভাব্য উত্তরগুলো থেকে ভাগে শব্দটি বাদ দিয়ে দেব।

এবার একটি উন্নতমানের প্রশ্ন দেখব এবং গুণাগুণ বিশে- ষণ করব –

অসম্পূর্ণ বাক্যের আকারে প্রশ্নটি রয়েছে এবার –

- আসক্তি শব্দের অর্থ
    - ক. পরস্পর নৈকট্য
    - খ. পরস্পর দূরত্ব
    - গ. পদের ভাবগত মিল
    - ঘ. পদের অর্থগত মিল

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক ও খ এর গঠন একরকম আবার গ ও ঘ এর গঠন একরকম। সুতরাং উত্তর প্রদানকারী আন্দাজে উত্তর দিতে পারছে না তাকে সঠিক উত্তরটি জানতে হচ্ছে।

আর একটি নমুনা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন দেখে আমরা পাঠ শেষ করব –

চলতি ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বেশি সংগ্রাম করেছিলেন কে?

- ক. প্রমথ চৌধুরী
- খ. প্যারিচাঁদ
- গ. কালীপ্রসন্ন সিংহ
- ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এটি একটি মনে রাখা ধরনের প্রশ্ন, তবে প্রশ্নের গঠন উন্নত ধরনের কারণ উত্তর দাতাকে জানতে হবে কোন ব্যক্তি বেশি প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। উল্লিখিত চারজনই চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন তবে সঠিক উত্তরটি হল প্রমথ চৌধুরী।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

- ***সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন***

১. চারটি সংখ্যার যোগফল ৮০, এদের ৩টির গড় ২১, চতুর্থ সংখ্যাটি কত?
   ক. ২০
   খ. ১৯
   গ. ১৮
   ঘ. ১৭

এই প্রশ্নটি কি শিক্ষার্থী তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দিতে পারবে? প্রশ্নটি কোন প্রকৃতির?

২. সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দিন।

তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের মূল একক কি?
লিটার/গ্রাম/মিটার/ঘনমিটার

৩. নিচের বহু নির্বাচনী প্রশ্নটির উত্তর কি ধরনের হয়েছে?
   প্রশ্নঃ কলার মোচার অগ্রভাগ
   ক. বেলানাকৃতি
   খ. গোলাকৃতি
   গ. মোচাকৃতি
   ঘ. ঘনক

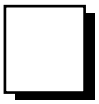

### সঠিক উত্তর

১. সনাক্ত করা বা চিহ্নিত করা (অংকটি নিজে করে তবে তাকে সঠিক উত্তর সনাক্ত করতে হবে)।

২. মনে করা।

৩. প্রশ্নটি ত্রুটিপূর্ণ। সঠিক উত্তর গ এবং শিক্ষার্থী প্রশ্নে সঠিক উত্তর সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাচ্ছে এবং যে কোন আকৃতিই ঘনক বা ত্রিমাত্রিক।

## পাঠ ৩ *বহুনির্বাচনী প্রশ্ন : উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন*

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি —

- উদ্দেশ্যভিত্তিক বহু নির্বাচনী প্রকৃতির অভীক্ষা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা উলে- খ করতে পারবেন;
- জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন;
- আবেগিক উদ্দেশ্যভিত্তিক অভীক্ষা প্রণয়ন করার উপযোগিতা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- মনোপেশীজ উদ্দেশ্যভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করার সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

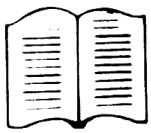

আপনারা দ্বিতীয় ইউনিটে জেনেছেন আচরণিক উদ্দেশ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে এবং জ্ঞানমূলক, আবেগিক ও মনোপেশীজ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা পেয়েছেন। এই পাঠে আমরা জ্ঞানমূলকসহ অন্য দুইটি ডোমেইনের উদ্দেশ্যের মূল্যায়ন কাজের জন্য উন্নতমানের বহুনির্বাচনী প্রশ্ন তৈরি করা শিখব। কারণ বহু নির্বাচনী প্রশ্নের মাধ্যমে ছাত্রদের অগ্রগতি খুব অল্প সময়ে যাচাই করা সম্ভব।

আমরা জানি, প্রথামিক স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র তাদের বয়স ও মানসিক পরিপক্কতা অনুযায়ী হতে হবে।

জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের যে ছয়টি ভাগের কথা আপনারা দ্বিতীয় ইউনিটে পড়েছেন তার সবগুলো প্রাথমিক স্তরের ছাত্র/ছাত্রীদের বোধগম্য হবে না বা প্রশ্নের উত্তরে এর প্রতিফলনও পাওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং আমরা জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের স্মৃতিচারণ, বোধগম্যতা এবং প্রয়োগ স্তর নিয়েই কথা বলব। আমরা দ্বিতীয় ইউনিটের পাঠগুলোর মাধ্যমে জেনে নিয়েছি যে, উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করতে হয়। আমরা এবার সরাসরি তৈরি করা প্রশ্নের মাধ্যমে এগুলোর সবলতা, দুর্বলতা দেখব।

### স্মৃতিচারণ

স্মৃতিশক্তি যাচাই করার জন্য যে সব প্রশ্ন করা হয় (স্মৃতিচারণমূলক) তাতে কে, কি, কবে, কোথায়, কখন ইত্যাদি তথ্য শিক্ষার্থীর মনে আছে কি না তা মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

উদাহরণঃ কে টেলিফোন আবিষ্কার করেন?

(ক) জর্জ মার্কনি
(খ) গ্রাহাম বেল
(গ) টমাস এডিসন
(ঘ) গ্যালিলি গ্যালিলিও

**বোধ্যগম্যতা**

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার বর্ণনা, ব্যাখ্যা, পার্থক্য নির্ণয় ও তুলনা করতে শিখতে হবে।

**উদাহরণ**

১. নিচের কোনটি আদর্শ খাদ্য?

(ক) ভাত

(খ) আলু

(গ) রুটি

(ঘ) দুধ

২. নিচের কোনটি পানির উপাদান?

(ক) অক্সিজেন

(খ) নাইট্রোজেন

(গ) কার্বন-ডাই-অক্সাইড

(ঘ) ওজোন

**প্রশ্ন দুইটির বৈশিষ্ট্য**

এই দুইটি প্রশ্নের মাধ্যমে তুলনা করা ও পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, প্রশ্ন প্রণয়ন করার সময় আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে প্রতিটি প্রশ্ন যেন ত্রুটিমুক্ত ও উন্নতমানের হয়। শিক্ষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রশ্ন প্রথম পর্যায়েই যে উন্নতমানের হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রশ্ন বা অভীক্ষাপদ বা প্রশ্নপত্র উন্নতমানের হল কি না তা যাচাই করার বিভিন্ন গাণিতিক পরীক্ষা রয়েছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য ও ব্যাখ্যা আপনারা যখন আগ্রহী হয়ে বি এড প্রোগ্রামের মূল্যায়ন কোর্স বই পড়বেন তখন জানতে পারবেন।

**প্রশ্ন বিশ্লেষণ**

চতুর্থ শ্রেণীর সমাজ বিষয়ের একটি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন দিয়ে আমরা এই পাঠটি শেষ করব।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ শিশুদের ছবি, জীবন বৃত্তান্ত ও জিনিসপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে –

(ক) বরেন্দ্র যাদুঘরে (খ) শিশু একাডেমী যাদুঘরে

(গ) লোকশিল্প যাদুঘরে (ঘ) বিজ্ঞান যাদুঘরে

**প্রশ্নের দুর্বলতা সনাক্ত করা**

আপনারা কি প্রশ্নটির মধ্যে কোন দুর্বলতা খুঁজে পেয়েছেন? অনেকগুলো দুর্বলতা রয়ছে –

- বাচ্চাদের জন্য stem বা মূল অংশ অসম্পূর্ণ বাক্যে না রেখে প্রশ্নের আকারে করা ভাল।
- লক্ষ করলে দেখবেন - যাদুঘরে শব্দটি প্রত্যেকটি উত্তরের সাথে রয়েছে। সুতরাং এই শব্দটি আমরা মূল প্রশ্নের সাথে যোগ করে দিতে পারি কি?

একটু চিন্তা করলে দেখবেন যোগ না করাই ভাল তাহলে উত্তরগুচ্ছ হবে এরকম-

(ক) বরেন্দ্র (খ) শিশু একাডেমী
(গ) লোকশিল্প (ঘ) বিজ্ঞান

- Stem এর মধ্যেই সঠিক উত্তর সম্বন্ধে ইঙ্গিত থেকে গেছে কারণ বলা হচ্ছে ''---------- মুক্তিযুদ্ধে শহীদ শিশুদের ছবি ---------- ।''

তবে সাধারণত এরকম শব্দ বারবার না লিখে মূল প্রশ্নের সাথে লেখা হয়।

এবং খ উত্তরটিতে রয়েছে শিশু একাডেমী যাদুঘরে

অধিকাংশ পরীক্ষার্থী অনুমানের উপর নির্ভর করে এই উত্তরটিকেই বৃত্তায়িত করবে।

প্রাথমিক শ্রেণীসমূহের শিক্ষার্থীবৃন্দ যেহেতু মানসিক দিক দিয়ে অত্যন্ত কাঁচা থাকে তাই তাদের জন্য আবেগিক এবং মনোপেশীজ ক্ষেত্র সংবলিত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন তৈরি করার যৌক্তিকতা নিয়ে বিজ্ঞ প্রশ্ন প্রণয়নকারীগণ সন্দেহ প্রকাশ করেন। আমরা জানি আবেগিক ক্ষেত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজে স্বীকৃত ইতিবাচক মনোভাব, ধ্যান-ধারণা, দেশপ্রেম ইত্যাদি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

**আবেগিক ক্ষেত্র**

আপনাদের সিএড প্রোগ্রামের বাংলা কোর্সে পাঠ ৫.২ এ পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক আলোচনায় 'কৃষক' পাঠটি সম্বন্ধে লেখা হয়েছে।

''কৃষি প্রধান বাংলাদেশের প্রাণই হল কৃষক। ---------- সহজ, সরল ওদের জীবন, অতি সরল তাদের মান। ওরা বড়, ওরা মহৎ। কৃষকদের কল্যাণে আমাদের আত্মনিয়োগ করা উচিত।''

এই অংশটুকু পড়ে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন যে এখানে আবেগিক ক্ষেত্রে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। কৃষকদের জীবন, কাজ সম্বন্ধে যেন আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনে শ্রদ্ধাভাব জেগে ওঠে তারই প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এই অংশের উপর একটি আবেগিক ক্ষেত্রের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করতে হলে আমরা নিচের প্রশ্নের অনুরূপ একটি প্রশ্ন তৈরি করতে পারি –

কৃষকদের কল্যাণে আমাদের আত্মনিয়োগ করা উচিত কেন?

ক. এদের শ্রমে উৎপাদিত ফসল আমাদের বাঁচিয়ে রাখে

খ. কৃষকরাই বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ

গ. বাংলাদেশের কৃষক অত্যন্ত দরিদ্র বলে

ঘ. বাংলাদেশের কৃষক অত্যন্ত অবহেলিত বলে

**মনোপেশীজ ক্ষেত্র**

মনোপেশীজ ক্ষেত্র ধরে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন তৈরি করা বেশ কঠিন ব্যাপার সাধারণত হাতের কাজের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রের অগ্রগতি যাচাই করা হয়।

**১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং স্কুলগুলোকে সেখান থকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতে হবে।**

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩

### *অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন*

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের কোন ধরনের প্রশ্ন করা উচিত?
   ক. স্মৃতিচারণ
   খ. বোধগম্যতা
   গ. প্রয়োগ
   ঘ. স্মৃতিচারণ, বোধগম্যতা, প্রয়োগ

২. নিচের কোনটি বহু নির্বাচনী প্রশ্নের সবলতা নয়?
   ক. সম্পূর্ণ বাক্যের আকারে প্রশ্ন করা
   খ. সবগুলো উত্তরের দৈর্ঘ্য সমান হওয়া
   গ. উত্তরে একই শব্দ বার বার না থাকা
   ঘ. প্রশ্নে উত্তরের ইঙ্গিত থাকা

### *আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন*

১. স্মৃতিশক্তি যাচাই করার জন্য যেসব প্রশ্ন করা হয় তার মাধ্যমে কোন ধরনের তথ্য জানা সম্ভব?

২. পার্থক্য নির্ণয় ও তুলনা সংক্রান্ত তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ (বিজ্ঞান) বিষয়ের যে কোন পাঠভিত্তিক দুইটি বহু নির্বাচনী প্রশ্ন তৈরি করুন।

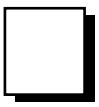

### সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। ঘ।

## পাঠ ৪ *শূন্যস্থান পূরণ ও মিলকরণ জাতীয় প্রশ্ন প্রণয়ন*

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ♦ শূন্যস্থান পূরণ জাতীয় প্রশ্ন তৈরি করতে পারবেন এবং
- ♦ মিলকরণ জাতীয় প্রশ্ন তৈরি করতে পারবেন।

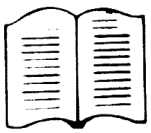

শূন্যস্থান পূরণ করা জাতীয় প্রশ্ন স্মরণ করা প্রকৃতির; একথা আমরা আগেই জেনেছি। অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ বাক্যের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ, অর্থবোধক শব্দ বাদ থাকলে তা পূরণ করার জন্য ছাত্র/ছাত্রীকে স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে।

আমরা এই পাঠে প্রথমে শিখবো কি করে উন্নতমানের শূন্যস্থান পূরণ করা জাতীয় প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হয়। এরপর নিজেরা দুই একটি প্রশ্ন তৈরি করব। পরবর্তী অংশে উন্নতমানের মিলকরণ জাতীয় প্রশ্ন প্রণয়নের নিয়ম কানুন শিখে পরে প্রশ্ন তৈরি করব।

শূন্যস্থান পূরণ জাতীয় প্রশ্নে শিক্ষার্থীকে উত্তর সরবরাহ করতে হয়। একটি অর্থপূর্ণ বাক্য বা বিবৃতি থেকে একটি বা একের অধিক গুরুত্বপূর্ণ শব্দ তুলে নেওয়া হয় এবং শিক্ষার্থীকে নির্দেশ প্রদান করা হয় মনোযোগ সহকারে পড়ে উপযুক্ত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ লিখতে।

এ জাতীয় প্রশ্ন দ্বারা জ্ঞানভিত্তিক সহজ বৈশিষ্ট মাপা সম্ভব। নিচের নিয়মগুলো পড়লে আপনি প্রশ্ন তৈরি করার প্রাথমিক তথ্য পারেন –

**নিয়ম**

- বাক্য বা বিবৃতির শেষ দিকে শূন্যস্থান রাখবেন। প্রথম দিকে প্রয়োজনীয় তথ্য থাকার কারণে আপনার শিক্ষার্থী সহজেই সঠিক শব্দ বসিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্যটি গঠন করতে পারবে।
- একই বাক্য থেকে খুব বেশি সংখ্যক শব্দ তুলে নেবেন না। এতে আপনার ছাত্র বা ছাত্রী স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করে বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হবে।

শূন্যস্থান পূরণ জাতীয় প্রশ্নের মাধ্যমে কোন ধরনের জ্ঞান পরিমাপ করতে পারবেন আপনি?

সহজ সংজ্ঞা, নিয়ম, নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান যাচাই করতে পারবেন আপনি। উপরের অংশটুকু পড়ে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীর জন্য এ ধরনের প্রশ্ন বেশ উপযোগী হবে। কারণ বয়সের পরিপক্কতা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ বাক্যের চেয়ে তৈরি বাক্যের মধ্যে শব্দ বসান সহজতর হবে। উদাহরণ তৈরির আগে আসুন আমরা শূন্যস্থান জাতীয় প্রশ্নের সুবিধা সনাক্ত করে নেই –

- এ ধরনের প্রশ্ন গঠন করা খুব সহজ।
- অল্প সময়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশ্ন তৈরি করা সম্ভব।
- অল্প বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য এ ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি সহজতর।
- একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য খুব কষ্টসাধ্য নয়।

আমরা প্রথমে যে ধরনের প্রশ্ন প্রচলিত আছে তারই দুই একটা তুলে ধরে গঠন পর্যালোচনা করি।

১. চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজি ব্যাকরণ থেকে এরকম একটি প্রশ্ন খুঁজে পাওয়া গেল (এটি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন)

প্রশ্নঃ Who has ---------- the mirror?
শূন্যস্থানে সঠিক শব্দটি বসাও

(a) broken (b) broke
(c) broked (d) broking

২. সমাজ বিষয়ের একটি শূন্যস্থান পূরণ জাতীয় প্রশ্নের ধরণ ছিল এরকম –

গাছপালার অভাবে আবহাওয়া ---------- হয়।

### *শূন্যস্থান জাতীয় প্রশ্নের অসুবিধা*

আমরা এবার তৃতীয় একটি উদাহরণ দেখব –

মূল বাক্যাংশ যদি নিম্নরূপ হয়

গণিত শিক্ষাদানে ---------- ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এবং প্রশ্নকর্তা সম্ভাব্য শব্দগুচ্ছ যদি সরবরাহ না করেন তবে পরীক্ষার্থী নিচের যে কোন একটি শব্দ বসাতে পারে –

ছবি, উপকরণ, আঙ্গুল, ক্যালকুলেটর।

আমরা এই বিড়ম্বনার মধ্যে শিক্ষার্থীদের ফেলবনা। অর্থাৎ বাক্যের গঠন এমন হবে যেন সব শিক্ষার্থী একটি মাত্র শব্দই বসাতে পারে।

আর একটি প্রশ্ন দেখে আমরা এই আলোচনা শেষ করব।

নিচের বাক্যগুলোর খালি জায়গায় পাশের সারি থেকে শব্দ বসাও।

| | | |
|---|---|---|
| ক. | সূর্য আমাদের ---------- দেয়। | উপকার |
| খ. | শরৎকালে ---------- নীল মেঘ ------- বেড়ায়। | আকাশে |
| গ. | ---------- নাচে পেখম তুলে। | লাল |
| ঘ. | বর্ষাকালে ---------- ফোটে। | কবুতর |
| ঙ. | গাছ আমাদের ---------- করে। | শাপলা |
| | | ময়ুর |
| | | ভেসে |

প্রথমেই আমরা নিদের্শের গঠন দেখি –

নিচের বাক্যগুলোর খালি জায়গায় পাশের সারি থেকে শব্দ বসাও।

আপনি কি বলতে পারবেন নির্দেশের গঠন সঠিক হয়েছে কি না? পুরোপুরি সঠিক হয় নাই – বলা হয়েছে পাশের সারি থেকে শব্দ বসাও। অথচ বলা উচিত ছিল সঠিক শব্দ বসাও।

এবারে দেখুন ছয়টি শূন্যস্থানের জন্য মোট ৮টি সম্ভাব্য শব্দ দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা উত্তর যেন অতি সহজ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হল অর্থাৎ উন্নতমানের প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য এখানে মেনে চলা হয়েছে।

আসুন, জেনে নেই শূন্যস্থান পূরণ জাতীয় প্রশ্নে কি অসুবিধা থাকতে পারে।

- এই জাতীয় প্রশ্ন দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর প্রতি প্রকৃত মনোভাব বা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জ্ঞানের বিকাশ জানা সম্ভব হয় না।
- উত্তর একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ হলেও বানান ভুলের জন্য নম্বর কেটে নিতে পারেন কোন পরীক্ষক। সুতরাং এ জাতীয় প্রশ্নের নৈর্ব্যক্তিকতা কমে যায়। সঠিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ সরবরাহ করে এই সম্ভাবনা কমিয়ে ফেলা সম্ভব।

পাঠের দ্বিতীয় অংশে এবার আমরা মিলকরণ জাতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু জানব।

**মিলকরণ জাতীয় প্রশ্ন –**

শূন্যস্থান জাতীয় প্রশ্নে শিক্ষার্থীকে উত্তর স্মরণ করতে হয়। কিন্তু মিলকরণ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে শিক্ষার্থীকে উত্তর সনাক্ত করতে হয়।

**প্রশ্নের গঠন**

একটি প্রশ্নের দুইটি স্তম্ভ বা সারি থাকে। একটি সারিতে থাকে বিবৃতি বা প্রশ্ন। অন্য সারিতে থাকে বিবৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি ধারণা বা উত্তর।

**বৈশিষ্ট্য**

**প্রথম বৈশিষ্ট্য**

প্রথম সারিতে ক্রম অনুযায়ী যেভাবে বিবৃতি বা প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয় দ্বিতীয় সারিতে কিন্তু সেভাবে বিবৃতি বসানো হয় না। স্থান বদলে দেওয়া হয়।

**শিক্ষার্থীর করণীয় কি?**

শিক্ষার্থীকে বিবৃতির সঙ্গে ধারণা মিল করতে বলা হয় অথবা প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের মিল করতে বলা হয়।

**দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য**

প্রথম সারিতে যতগুলো বিবৃতি বা প্রশ্ন দেওয়া হয় দ্বিতীয় সারিতে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক ধারণা বা উত্তর থাকে। এই সংখ্যাধিক্যের কারণে শিক্ষার্থীর যদি সঠিক উত্তর জানা না থাকে তবে যে বিভ্রান্ত হবে।

এ জাতীয় প্রশ্নে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক ব্যবহার করা সম্ভব।

উদাহরণঃ বিপরীত শব্দের মধ্যে মিলকরণ কর –

| | |
|---|---|
| ঢাকা | অপকার |
| সকাল | বুনো |
| উপকার | খোলা |
| পোষা | দুঃখ |
| মিষ্টি | সন্ধ্যা |
| সুখ | তিতা |
| | মোটা |

লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন প্রথম সারিতে ছয়টি শব্দ রয়েছে এবং দ্বিতীয় সারিতে শিক্ষার্থীদের কাজ একটু কঠিন করার উদ্দেশ্যে সাতটি শব্দ বসান হয়েছে।

এবার আমরা গণিত হতে একটি মিলকরণ জাতীয় প্রশ্নের গঠন পর্যলোচনা করব।

উদাহরণঃ বাম পাশের প্রতিটি লাইনের সাথে ডান পাশের সঠিক উত্তর মিল করুন –

| | |
|---|---|
| .৭ × .৩ | .২১ |
| .০৩ × .০৭ | .০০২১ |
| .০৩২ × .০৫ | .০০০০০৪ |
| .০৭ × .৩ | .০২১ |

এই প্রশ্নটির মধ্যে আপনি উত্তর সংক্রান্ত কোন ইঙ্গিত খুঁজে পাচ্ছেন কি? লক্ষ্য করলে দেখবেন প্রথম ও শেষ অঙ্কটির মধ্যে যে ধরনের মিল রয়েছে প্রথম ও শেষ উত্তরগুলোর মধ্যেও একই ধরনের মিল রয়েছে এবং সমাধান বের করলে দেখতে পাবেন তৃতীয়টি অশুদ্ধ। সুতরাং প্রশ্ন তৈরি করার সময় খেয়াল রাখবেন যেন ডান পাশের উত্তরগুলো কোনক্রমেই অশুদ্ধ না হয়।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, পাঠের শেষে আপনারা এবার নিজেরা প্রশ্ন তৈরি করুন, নিজেই এগুলোর গুণ যাচাই করুন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪

### *অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন*

১. ডান পাশ থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন –

| | |
|---|---|
| ক. দুধ - চিতই রসে ---------- করে। | ধোঁয়া ওঠা |
| খ. ---------- গরম ভাপা পিঠা খেতে মজা। | চিরল পাতা |
| গ. পুলি পিঠা দেখতে ---------- মত। | টুপটুপ |
| ঘ. পাতা-আঁকা একটি পিঠার নাম ----------। | নকশি পিঠা |
| ঙ. বিয়ের উৎসবে ---------- তৈরি হয়। | বাঁকা চাঁদের |

উপরের প্রশ্নটির ত্রুটি বের করুন।

### *আ) রচনামূলক প্রশ্ন*

১. উদাহরণপূর্বক একটি উন্নততর প্রশ্ন উপস্থাপনের সাহায্যে মিলকরণ জাতীয় প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

**সঠিক উত্তর**

অ)

- শূন্যস্থানের জন্য ---------- স্থান না রেখে পরে লাইন বসান ভাল।
- বামদিকে পাঁচটির বেশি শব্দগুচ্ছ রাখা উচিত ছিল।
- নির্দেশ অংশে ত্রুটি রয়েছে বলা হচ্ছে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে ----------। ''কিন্তু একটি বাদে সবকয়টি ক্ষেত্রে একের অধিক শব্দ রয়েছে। তাই সঠিক নির্দেশ হবে --------- শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**অ) নিচে কয়েকটি বহু নির্বাচনী প্রশ্ন তুলে ধরা হল। এগুলোর গঠন পর্যালোচনা করুন।**

১. জিনিসের দরকে জিনিসের পরিমাণ দ্বারা গুন করে কি পাওয়া যায়?
   ক. দাম
   খ. দর
   গ. বিবরণ
   ঘ. পরিমাণ

২. শব্দার্থ না জানলে পাঠক –
   ক. পঠনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে
   খ. পঠনে দ্রুততা অর্জন করে
   গ. পাঠের বিষয় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ধারণা লাভ করে
   ঘ. পাঠ থেকে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে

৩. 'চিড়িয়াখানা' গল্পটি কিসের আকারে লেখা?
   ক. কবিতার আকারে
   খ. সংলাপের আকারে
   গ. প্রবন্ধের আকারে
   ঘ. গদ্যের আকারে

**সঠিক উত্তর**

অ) ১। এখানে শিক্ষার্থী প্রথমেই খ (দর) সম্ভাব্য উত্তরটিকে বাদ দিতে সক্ষম।

২। প্রশ্নটি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ কারণ যে কোন বুদ্ধিমত্তার শিক্ষার্থীই বুঝতে সক্ষম যে শব্দার্থ না জানলে পাঠক কখনো পঠনে দ্রুততা অর্জন করতে পারেনা একই যুক্তির ফলে গ ও ঘ বাদ দিয়ে দেওয়া সম্ভব।